নির্বাসিতের বিদ্রোহ : আলবেয়ার কামু'র 'দি আউটসাইডার' এবং সমরেশ বসু'র 'বিবর'

সুমনা দাস সুর

"The Outsider is not sure who he is. He Hal found an 'I', but it is not his true 'I'. His main business is to find his way back to himself."

এথেন্স নগরীর পাড়ায় পাড়ায় যুবকদের আড্ডায় ঘুরে ঘুরে গল্প করার অভ্যাস ছিল সক্রেটিসের। নানা প্রশ্নোত্তরের আদানপ্রদান হ'ত, সেসবের মধ্যে নিহিত থাকত একটি মূল কথা— 'নিজেকে জানো'। এই 'জানার' আগ্রাসী, অদম্য তাড়নাতেই হেমলক পানে জীবনের অবসান ঘটাতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু জানার পিপাসা শেষ হয়ে যায়নি। কিংবা বলা যায়, এই অন্বেষণ, শরীরের শিরায় ধমনীতে উষ্ণ রক্ত স্রোতের মতো প্রবাহিত। জীবনকে উপভোগ করেও এক অনির্দেশ্য আত্মানুসন্ধান আজও সচল রেখেছে মানুষকে। ইতিহাসের পাতা উলটাতে কিংবা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ঢেউগুলি ছুঁয়ে গেলে দেখা যায় সত্তার অন্তর্গত প্রগাঢ় কোনো যন্ত্রণা, ব্যাখ্যাতীত কোনো বোধ কোনো কোনো মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে; কেন্দ্রাতিক এবং কেন্দ্রাভিমুখ শক্তির মাঝে চক্রাকার পরিক্রমণ থেকে ছিটকে গেছে মহাশূন্যে উল্কার মতো। এই বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসা মানুষেরা জগতের চোখে কেউবা পরিচিত হয়েছে সাধক হিসেবে, কেউবা শিল্পী, কেউ উন্মাদ আবার কেউ খুনী। এদের পরিচয়ের সংজ্ঞার্থ যাই হোক না কেন, এরা সকলেই কোনো - না কোনোভাবে 'সাধারণের বোধগম্যতার স্তর ছাড়িয়ে খেয়েপরে বেঁচে থাকা জগতের বেড়ার ওধারে পা রেখেছেন। পৃথিবীতে এমন অনেক আলো আছে যা মানুষের চোখে পৌঁছয় না, এমন অনেক শব্দ আছে যা মানুষ শুনতে পায় না; কিন্তু অন্য কোনো কোনো প্রাণীর ইন্দ্রিয়ে সেগুলির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এও যেন অনেকটা তেমনই। Colin Wilson তার The Outsider পরবর্তী Religion and the Rebel—এ সেই কারণে এই উৎসকেন্দ্রিক মানুষদের সম্পর্কে বলেন, The ultimate question that, for me, lies behind the Outsider is : How can man extend his range of consciousness? I believe that human beings experence a range of mental state which is as narrow as the middle three notes of a piano keybord. I belive that the man's sole aim and business is to extend his range from the usual three or four notes to the whole keyboard. The men I dealt with in 'The Outsider' had one thing in common : an instinctive knowledge that their range could be extended, and a nagging dissatisfaction with the range of their everyday experience."[১] দিনানুদৈনিক যাপনে অতৃপ্তি যখন 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' তখন অন্ধকারে খাদ্যোত বিন্দুর মতো চেতনাকে জাগ্রত রাখার মর্মন্তুদ চেষ্টায় এই মানুষেরা কেউ রোমান্টিক বিষাদময়তায় আচ্ছন্ন, কেউ শিকড় উপড়ে পলাতক আবার কেউবা মাতৃহন্তারক পরশুরামের মতো সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত কুঠার হাতে দণ্ডায়মান। তবে কারণ যাই হোক, এরা সকলেই বিচ্ছিন্ন (alienated), নির্বাসিত, একক সত্তা।

দু'টি পাথরের ঘর্ষণে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে, তেমন রাষ্ট্রযন্ত্র, পারিপার্শের মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের জগতের সঙ্গে টানাপোড়েনেই মানুষের এই অনিকেত সত্তার জন্ম। স্বভাবতই, যুগ ও কালের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটের চেহারাও বদলায়। বাংলা সাহিত্যের এই বিচ্ছিন্ন নায়কের প্রথম পদক্ষেপ ঊনিশ শতকের ঔপনিবেশিক পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের অমরনাথ (রজনী) এবং কমলাকান্তের (কমলাকান্তের দপ্তর) চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। এরপর বিংশ শতকের গোড়ায় আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথের শচীশের (চতুরঙ্গ) দার্শনিক অন্বেষা, প্রত্যক্ষে না হলেও প্রচ্ছন্নে যার পটভূমি রচনা করেছে ভিত টলে যাওয়া ধনতন্ত্র এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ — যেখানে একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে মিল বেন্থাম কথিত মানবমুখী হিতবাদ এবং গৌড়ীয় প্রেমভক্তিবাদের প্রতি। ক্রমশ, জগদীশ গুপ্তের নিয়তি নির্ধারিত চিরঅন্ধকার জগতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিবিডো কাতর যন্ত্রণা এবং উত্তরহীন নৈরাশ্যে, বুদ্ধদেব বসুর মনন ঋদ্ধ রোমান্টিকতার প্রান্তভূমিতে, মস্তিষ্কের গোপন প্রকোষ্ঠে 'বোধ' -এর জন্ম মৃত্যুতে আচ্ছন্ন বিষাদকরোজ্জল জীবনান্দনীয় চেতনায় আমরা এই বিচ্ছিন্ন পরবাসী মানুষদের খুঁজে পাই।

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখবো চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বছরগুলিতে শাসকশ্রেণীর সুপরিকল্পিত নীতির ফলে সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ— যাকে 'genocide' আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে এবং অব্যবহিত পরে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় ইতিহাসের উপর থেকে একটি পর্দা সরে গিয়েছিল। এত রক্ত, এত হত্যা, মধ্যযুগও দেখেনি কখনো। এরপর স্বাধীনতা সাময়িক প্রলেপ দিয়েছিল সেই যন্ত্রণায়। পঞ্চাশের বছরগুলিতে দেশবাসী আশা নিরাশার দোলায় দুলেও ছিল ধৈর্যশীল। কিন্তু তারপর আবার স্বপ্নভঙ্গ। একালের মার্কসবাদী কবি বিষ্ণু দে লিখলেন, 'তোমরা নবীন/ এ উদাস বিষাদ কি তোমাদের চেনা?' (স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত)। বস্তুতপক্ষে নবীন প্রজন্মও এই বিষাদবৃত্তের বাইরে থাকেনি। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, প্রশাসনের সর্বাঙ্গে গোপন রোগের মতো ফুটে ওঠা দুর্নীতির ছাপ, সমাজ জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় এক কানাগলির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল মানুষকে। আবার এরই মধ্যে ঘোলা জলে মাছধরার খেলায় মাতে মধ্যবিত্তের একটি অংশ। অর্থাৎ স্বাধীনতার সুপক্ক ফলটিতে ততদিন পচন ধরে গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসে আবির্ভাব ঘটল আরও একজন নির্বাসিত নায়কের।

দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে বিচার করার পাশাপাশি একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে মহৎ সৃষ্টি সর্বদাই কালোত্তীর্ণ। বহতা নদীর মতো বহু নগর ও জনপদের ঘাট ছুয়ে বয়ে চলে ভাবনার প্রবাহ, আরও কতো ধারা এসে তাতে মেশে। সেই একই স্রোতে ভাসমান দু'টি ভিনদেশী নৌকার মতো আমরা চিনে নিতে পারি দুই ভিন্ন দেশের কথাকারের দু'টি সৃষ্টিকে। তাঁদের ভাষা আলাদা, হয়তো প্রকাশভঙ্গিও পৃথক কিন্তু তাঁরা একই নদীতে পাল তুলেছেন, হাল নামিয়েছেন। সমরেশ বসুর 'বিবর' অন্যটি আলবেয়ার কামুর 'The Outsider'।

আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে একটি বিতর্কের ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশ প্রায় অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। সমালোচক মহলে একটি জনপ্রিয় প্রবণতা হল বাংলা তথা দেশীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব খুঁজে বের করা — অনেক ক্ষেত্রেই যা প্রায় 'ছায়া ধরার ব্যবসা'। যে ঔপনিবেশিক পর্যায়ের আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং হীনমন্যতা বোধ থেকে আমরা একদা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাংলার স্কট', নবীনচন্দ্রকে 'বাংলার বায়রন, রবীন্দ্রনাথকে 'বাংলার শেলী' আখ্যা দিয়ে দেশজ সাহিত্যকে কিছুটা জাতে তোলার চেষ্টা করতাম সেই একই পিছুটানে উত্তর ঔপনিবেশিক কালের বেশ কিছু সমালোচক সমসাময়িক সাহিত্যের কপালে পশ্চিম প্রেরিত কোনো তত্ত্ব বা 'বাদ' - এর সিলমোহর এঁটে দিতে পারলে তৃপ্তি বোধ করেন। আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তেমন কোনো তত্ত্বান্বেষণের নামে ছিদ্রান্বেষণ নয়। বরং আমাদের দেখি ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভাষার সাহিত্যের প্রতিতুলনায় কখনো কখনো নতুন কোনো দরজা খুলে যায়। প্রভাবিত করা বা হওয়ার উন্নাসিকতা কিংবা হীনমন্যতাকে অতিক্রম করতে পারলে ভাবনার জগতের মধ্যবর্তী অনেক দেওয়াল সরে যায়, প্রসারিত হয় দিগন্ত। আর কে না জানে, জীবন যেমন সংহত রূপ লাভ করে সাহিত্যে, তেমন সাহিত্যও আমাদের পৌঁছে দেয় জীবনের নব ব্যাখায়। আলবেয়র কামুর রোহভূতি আলজেরিয়া - ফ্রান্স কিংবা সমরেশ বসুর বিচরণক্ষেত্র

('বিবর' পর্বের) ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গ — দুই'ই আজকের বিচারে সুদূরের। কিন্তু আজকের 'শপিং মল' বিলাসী, ইন্টারনেটের ভুবনজোড়া জালে রূপালি মাছের মতো খেলা করে জেনারেশন 'ওয়াই' - ও হয়তো কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত বোধ করে — প্রাত্যহিকের রুটিনে বাঁধা যান্ত্রিকতা শ্বাসরোধ করে আনে, ঊর্দ্ধশ্বাস গতি অর্থহীন মনে হয়। সুতরাং শৃঙ্খলিত মানব অস্তিত্বের বিপরীতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—যা এই দুটি উপন্যাসেরই কেন্দ্রীয় বিষয়— তা আজও সম্ভবত তাৎপর্য হারায়নি। সুতরাং বলা যায়, পুরোনো মদ নতুন পাত্রে পরিবেশনের চেষ্টা নয়,The Outsider এবং বিবর - এর প্রতিষ্ঠান - বিরোধী 'nonconformist' নায়কেরা হয়ে উঠতে পারে আজকের সময়ের প্রতিনিধি, তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকেই।

সমরেশ বসু'র মানসিক কর্ষণভূমিতে সার্ত্রর অস্তিবাদী দর্শন কিংবা কামু'র 'অ্যাবসার্ড' -এর তত্ত্ব আদৌ প্রভাব ফেলেছে কিনা, ফেললেও তা কতটা, সে-কথা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আ-কৈশোরের বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে জানান, বিশ্বসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি সচেতন এবং আগ্রহী ছিলেন। 'বিবর' -এর ওপর দেবেশ রায় লেখেন, "...'বিবরের সঙ্গে অস্তিবাদ প্রভৃতি পশ্চিমি দর্শনের খানিকটা অস্পষ্ট, পরোক্ষ ও বাঁকাচোরা যোগ আছে।"[২] আর প্রাবন্ধিক - অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী এ - বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত, "...বাংলা সাহিত্যে আজও 'বিবর'ই একমাত্র অস্তিবাদী উপন্যাস"[৩] কিরকেগার্ড, নীৎসে, হাইডেগার, ডস্টয়েভস্কি থেকে শুরু করে সার্ত্র, সিমোন - দ্য- বোভেয়ার, কামু এবং তারও পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের চেতনায় গড়ে ওঠা এবং প্রবাহিত যে অস্তিবাদী দর্শন (Existentialism) তার সঙ্গে সমরেশ বসুর কিছুটা পরিচয় থাকলেও থাকতে পারে (তবে একথা নিশ্চিত, এ বিষয়গুলি কোনোদিনই তার চর্চার অন্তর্গত ছিল না)। কিন্তু তার মানে এই নয় তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই উপন্যাসটি লিখেছেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন, 'Not I but the poets are the discoverer of uncoscious' তত্ত্ব যেমন জীবনের নানা উপলব্ধি, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা তেমন সাহিত্যের উৎসও তো সেই জীবনই।

আলবেয়ার কামু এবং সমরেশ বসু পৃথিবীর দুই ভিন্ন প্রান্তে, ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের দু'জনের জীবনের মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কামু'র জন্ম ফরাসী উপনিবেশের অধীন আলজেরিয়ার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। শৈশবেই পিতৃহীন। নিরক্ষর মা এবং দিদিমার অভিভাবকত্বে বড় হয়ে ওঠা জীবনের শুরু বছরগুলিতেই কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। মাত্র সতের বছর বয়সে যক্ষা রোগ কামু'র জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং সেই সময় থেকেই তিনি বিষাদ রোগের শিকার। বিবাহ করেছেন দু'বার, প্রথমটি খুব অল্পদিনই স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৩৫ -এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং তাদের সাংস্কৃতি শাখা 'লেবার থিয়েটার' -এর জন্য কাজ করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি কমিউনিজম্‌কে প্রত্যাখ্যান করেন। থিয়েটারের পাশাপাশি সাংবাদিকতাকেও পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন কামু। কিন্তু তা নেহাতই পেশা থাকেনি, প্রতিবাদের ভাষাও হয়ে উঠেছে। আলজেরিয়ার ফরাসী ভাষী নাগরিক হয়েও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কখনো, আবার কখনো বা যুদ্ধের গলিত আগ্নেয়স্রোতের বিরুদ্ধে মানবিক অধিকারের বাণী নিয়ে আসে তাঁর প্রতিবেদনগুলি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্যভাষণের জন্য জন্মস্থান আলজেরিয়া থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল তাঁকে। যুদ্ধের অনিশ্চিত দিনগুলিতেই তাঁর 'অ্যাবসার্ড' -এর ভাবনা ধীরে ধীরে দানা বাঁধে — এই ভাবনার প্রথম প্রকাশ ১৯৪২ খ্রীঃ প্রকাশিত The Outsider উপন্যাসে।

এরপর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে লেখা উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করেন। এই বইগুলি কেবল তাঁকে ভাবুক মহলে বিপুল জনপ্রিয়তা দেয়নি, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও এনে দিয়েছিল। সমকালীন আর এক বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক - সাহিত্যিক জাঁ - পল - সার্ত্র'র সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং মতবিরোধের কারণে বিচ্ছেদও কামু'র জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছোট বড় কোনো ক্ষতিই তাঁকে তাঁর বিশ্বাসের জগৎ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি।

কালের বিচারে সমরেশ বসু কামু'র প্রায় সমসাময়িক। মোটামুটিভাবে ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর সাহিত্য জীবন। প্রথম জীবনটা কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে। ইছাপুর রাইফেল কারখানার কর্মী ছিলেন যখন, তখন কাজের ফাঁকে লিখতে শুরু করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বহু পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। চল্লিশের বছরগুলিতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (অখণ্ড) কর্মী হিসেবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সেজন্য জেল খেটেছেন, চরম অত্যাচার সহ্য করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে কর্মহীন অবস্থায় শুধুমাত্র লেখাকেই বাঁচার অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। টালির চালের বস্তিবাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বাড়িওয়ালার গঞ্জনা, অভুক্ত স্ত্রী - সন্তানদের মুখ — কোনোকিছুই তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারেনি। এইভাবে লেখা হয়েছিল 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। এরপর 'শ্রীমতি কাফে' এবং 'বি টি রোডের ধার' পেরিয়ে 'বিবর' (১৯৬৫ খ্রীঃ)। 'বিবর' -এর আগে পরে দুই 'স্বীকারোক্তি' (গল্প এবং উপন্যাস)। ক্রমশ সমষ্টিগত লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে ব্যক্তিগত সঙ্কটের বৃত্তে পৌঁছেছে তাঁর উপন্যাস। পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে তার যাত্রা। একসময় পার্টিতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। জীবনের অন্বিষ্টকে খুঁজেছেন সেখানে অগণিত মানুষের স্নানযাত্রার মিছিল সেই 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' যাত্রা করে।

এ-কথা স্পষ্ট যে পার্থক্য যতই থাক কামু কিংবা সমরেশ বসু কেউই 'বসত করে পাঁচিল ঘিরে / হিসেব করে পুঁজি যা আছে ভাঙায়ে' গোত্রের মানুষ ছিলেন না। ছুটন্ত অশ্বের কেশর চেপে ধরে তার পিঠে সওয়ার হওয়ার সাহস এবং সাধ্য দুই'ই ছিল এঁদের। শূন্য থেকে শুরু করে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন বলেই হয়তো কোনোদিন হারাবার ভয় পাননি। এঁদের দু'জনকেই অতি অল্প বয়স থেকে দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যাকে বলে odd jobs, সে - সব প্রচুর করতে হয়েছে জীবনধারণের তাগিদে। ফলে জীবনকে একেবারে মাটির কাছাকাছির অবস্থান থেকে দেখেছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু বিচিত্র মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। ব্যক্তি সঙ্গে সমাজের এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়েছে এঁদের চোখে। যে চাঁদকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় মোহময় কাছে গেলে চোখে পড়ে তারই পৃষ্ঠদেশে বড় বড় গহ্বর এবং এবড়ো - থেবড়ো মাটি। তেমনভাবেই মধ্যবিত্তের নিটোল, সুচারু জীবনের গভীরে ঘুণপোকার সংক্রমণ কিংবা যুদ্ধের চীৎকৃত দেশাত্মবোধের গভীরে নিষ্ঠুর হত্যালীলা এঁদের দৃষ্টির আতস কাচের তলায় ধরা পড়েছে। ব্যক্তিগত ও বৈবাহিক জীবনে কোনোদিনই তথাকথিত নিপাট ভদ্রলোক ছিলেন না এঁরা। দু'জনেই প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরায় সরে আসেন সেই প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে। সেজন্য অনেক বন্ধু বিচ্ছেদের দুঃখ এবং তীব্র সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে, যা শেষ হয়ে যায়নি তাদের মৃত্যুর পরও। এই প্রতিতুলনা কোনো সরলীকৃত সমীকরণ নয়, শুধুমাত্র এটাই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা যে এই দুই লেখক তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রথার বাইরে পা বাড়ানোর সাহস রাখতেন বলেই হয়তো এমন চরিত্রদের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যারা নিজেদের বিশ্বাস এবং অনুভূতির কাছে সৎ থাকতে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম পরিবার — সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

'The Outsider' এবং 'বিবর' দু'টি উপন্যাসের কেন্দ্রেই রয়েছে একটি করে হত্যার ঘটনা। সাধারণভাবে উপন্যাসে, এবং জীবনেও হত্যা কোনো প্রতিহিংসা কিংবা লোভের চূড়ান্ত পরিণতি। আবার কখনো কখনো হত্যা সন্ত্রাস সৃষ্টির পেছনে তথাকথিত কোনো 'আদর্শ' কিংবা 'বৃহত্তর স্বার্থ' ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য উপন্যাস দু'টিতে একটি হত্যার ঘটনা The Oustsider-এর ম্যরসো এবং 'বিবর' -এর নামহীন যুবকটির জীবনের উপর থেকে সুনিশ্চিত নিদ্রার মতো অভ্যাসের আড়ালে সরে যাওয়া এবং তারা নিক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন এবং জাগ্রত জীবনে।

'The Outsider' উপন্যাস শুরু হয় হত্যা নয়, একটি মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে। বহু উদ্ধৃত সেই ক'টি পঙ্‌ক্তি : ''Mother died today. Or may be yesterday. I don't know. I had a telegram from the home : 'Mother pased away. Funeral tomorrow. Yours sincerely.' That doesn't mean anything. It may have been yesterday.'' (p.9) মায়ের মৃত্যু শুধুই একটি ঘটনা মাত্র পুত্রের কাছে। যেন সংবাদপত্রের পাতা থেকে উঠে আসা কতগুলি লাইন, নিঃসম্পর্কিত, আবেগবর্জিত। যা ম্যরসের মনে কোনো অতীতের স্মৃতির উদ্রেক করে না, জাগায় না বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো অভাববোধ। হোমে যাওয়ার পথে দীর্ঘ বাসযাত্রার পুরোটাই সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। মা জীবিত থাকতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে কমই এসেছে। কারণ, সারা সপ্তাহ অফিসের কাজের পর রবিবার সারাটা দিন বাসের চাকার উপর কাটানো তার কাছে ক্লান্তিকর মনে হ'ত, এর কোনো তাগিদ সে ভিতর থেকে অনুভবও করতো না।

হোম পৌঁছানোর পর ম্যরসোকে যখন তার মায়ের কফিনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে শেষবারের মতো জন্মদাত্রীর মুখ দেখতেও অস্বীকার করে — এও সেই একই উদ্যমের অভাব। মায়ের কফিনের সামনে বসেই সে হোমের কেয়ারটেকারের সঙ্গে সাধারণ কিছু বাক্য বিনিময় করে, কফি পান করে এবং সিগারেটও। এরপর হোমের অন্যান্য আবাসিকেরা যখন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসে কফিনের চারপাশ ঘিরে বসে তখন তাদেরকেও মৃত বলে মনে হয় ম্যরসার—''And yet I couldn't hear them and I found it hard to believe that they really existed.'' (P.15)

পরদিন সকাল হতেই দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু হয় গ্রামের অনেকটা ভিতরে চার্চের উদ্দেশ্যে। এই শোক মিছিলে সামিল হয়ে চলার পথে শুধু দু'টি বিষয়ই এসেছিল ম্যরসোর ভাবনায়। একটি হল, টমাস পার্জ নামে ছোটোখাটো চেহারার বেমানান পোশাকের এক বৃদ্ধ, যিনি শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে সে কিছুটা কৌতূহল বোধ করে। হোমের কেয়ারটেকার তাকে আড়ালে জানায় এই বৃদ্ধটি নাকি তার মায়ের 'বিশেষ' বন্ধু ছিলেন এবং সকলে তাঁদের 'প্রেমিক প্রেমিকা' বলে ঠাট্টা করতো। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও বৃদ্ধটির দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটার প্রাণপণ চেষ্টা ম্যরসোকে স্পর্শ করে। অন্য বিষয়টি হল, গ্রীষ্মের বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তীব্র দাহ। কালো পোশাক ভেদ করে তা যেন ত্বক স্পর্শ করে। স্বেদাক্ত অসহায় এক স্নায়ু আচ্ছন্নকারী অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই মনে থাকে না ম্যরসোর। কেবল সে প্রতীক্ষা করে কখন শহরগামী বাসটি তাকে তার ডেরায় পৌঁছে দেবে এবং কখন সে নিজেকে ছুঁড়ে দেবে বিছানায়, ছেদহীন নিদ্রার কোলে।

পরদিন শনিবার, সকালে উঠে ম্যরসো যায় সাঁতার কাটতে। সেখানে সে দেখা পেয়ে যায় মারী করডোনার, যে একসময় তার সহকর্মী ছিল। মারীর সঙ্গে একত্রে সাঁতার কাটে সে, প্রস্তাব দেয় একটা হাসির ফিল্ম দেখতে যাওয়ায়। মারী সোৎসাহে রাজি হয়। সিনেমা হলেই তারা ঘনিষ্ঠ হয় এবং ম্যরসোর ফ্ল্যাটে ফিরে এসে একত্রে রাত্রিবাস করে।

পরদিন রবিবার, ছুটি। ঘুম ভেঙে এ-কথা মনে হতেই ম্যরসো বিরক্তি বোধ করে। কেননা, এমন কোনো কিছুই নেই যা তার আগ্রহের বস্তু, যার প্রতি আকৃষ্টবোধ করতে পারে। তাই অবকাশ তার অসহ্য। দুপুর পর্যন্ত সে বিছানায় গড়িয়ে, সিগারেট ফুঁকে কাটিয়ে দেয়। তারপর ডিম ভেজে সরাসরি ফ্রাইং প্যান থেকেই খেয়ে নেয়। কারণ, বাইরে কোথও খেতে যাওয়ার বা ডিমের সঙ্গে রুটিটুকু কিনেআনারও উৎসাহ সে বোধ করে না। সংক্ষিপ্ত মধ্যাহ্নভোজন সেরে চূড়ান্ত অবিন্যস্ত ফ্ল্যাটের মধ্যে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ানোর পর বাকিটা সময় সে কাটিয়ে দেয় ব্যলকনিতে বসে। মফঃস্বল শহরের রাস্তার দিকে মুখ করা সেই ব্যালকনিতে বসে সে দেখে শহরের মানুষরা যথাসাধ্য সুসজ্জিত হয়ে বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে। স্বামী, স্ত্রী, সঙ্গে ছোটো ছেলেমেয়েরা। তারা অকারণ আনন্দে কোলাহল করেছে। কারও গন্তব্য সিনেমা হল, কেউবা ট্রাম ধরতে দৌড়চ্ছে। একদল কিশোরী পরস্পরের বাহুতে শৃঙ্খলিত করে হেঁটে চলে যায় কলকল শব্দে স্রোতস্বিনীর মতো। পথপার্শ্বের যুবকেরা সচেতন ও চঞ্চল হয়ে ওঠে, কোনো রসিক মন্তব্য ছুড়ে দেয় বাতাস। উত্তরে কিশোরীরা এক পশলা বৃষ্টির মতো হয়ে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ক্রমশ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট জনবিরল ও নিস্তব্ধ হয়ে আসে, ভিড়ে ঠাসা ট্রামগুলি ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে আসে, পথের পাশে ওয়েটার টেবিল - চেয়ার গোছায়, ছাইদানের ছাই পরিষ্কার করে। ম্যরসো তখন তার ক্লান্ত চোখ ফেরা আকাশের দিকে। বৃষ্টিসম্ভব মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি ঝরায় না, জনপদের উপর বিষণ্ণ ছায়া ফেলে স্তব্ধ হয়ে থাকে। একসময় ম্যরসো ভাবে, ''I realized that I'd managed to get through another sunday, that mother was now buried, that I was going to go back to work and that, after all, nothing had changed.'' (P.28)

বিবরণ কিছুটা দীর্ঘ হল হয়তো। কিন্তু উপন্যাসের শুরুতেই যে তিনটি দিনের ছবি পাই আমরা তা থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে প্রবহমান জীবনের সঙ্গে ম্যরসোর সম্পর্ক ঢেউ ছুয়ে ছুয়ে ওড়া মাছরাঙা পাখির মতো। কখনোই সে সম্পূর্ণ অবগাহন করে না জীবনের স্রোতে। এই তিনটি দিনের মধ্যে তার মায়ের মৃত্যুর খবর সে জেনেছে, তাঁর শেষকৃত্যে অংশ নিয়েছে, যে মেয়েটিকে সে পছন্দ করত তাকে হঠাৎই ফিরে পেয়েছে এবং তার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠও হয়েছে। যে কোনো মানুষের জীবনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির নিরিখে এগুলোর চাইতে বড় ঘটনা আর কী হতে পারে? কিন্তু ম্যরসোর কাছে এগুলি কোনো অর্থই বহন করে আনে না। তাই সে নির্বিকার ভাবে বলতে পারে, 'nothing had changed'।

ম্যরসো তার চারপাশে যেসব মানুষদের দেখে তাদের প্রত্যেকের বাঁচার ছন্দ আলাদা, কিন্তু প্রত্যেকের জীবনেই আছে একটি করে কেন্দ্র যার সঙ্গে দৃঢ় নিবদ্ধ অবস্থায় তাঁরা আবর্তিত হয়ে চলেছে। ম্যরসোর একজন প্রতিবেশী স্যালমানো, যার একমাত্র সঙ্গী একটি লোম - ওঠা একটা ঘেয়ো কুকুর। দীর্ঘ আট বছর তারা একসঙ্গে বসবাস করেছে। ম্যরসোর মনে হয় এই সহাবস্থানের ফলে স্যালমানোর লালচে চর্মরোগে ভরা মুখটি ধীরে ধীরে কুকুরটির মতো হয়ে গেছে এবং কুকুরটি আয়ত্ত করেছে তার মনিবের হাঁটা - চলার ভঙ্গি। সর্বক্ষণ 'হতচ্ছাড়া' বলে গালিগালাজ করলেও যে রাত্রে কুকুরটা ঘরে ফেরে না সেদিন বিহ্বলভাবে তাকে খুঁজে বেড়াতে দেখা যায় স্যালমানোকে। রাতে পাশের ফ্ল্যাট থেকে তার চাপা কান্নার আওয়াজও শোনে ম্যরসো।

অন্য এক প্রতিবেশী রেমণ্ড সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। ফূর্তিবাজ, মেয়ে পটাতে বিশেষ পটু। সে বেশ রসিয়ে নিজের এক রক্ষিতার গল্প করে ম্যরসোর কাছে। অবাধ্য মেয়েটিকে বাগে আনার জন্য চিঠি লিখতে মরসো তাকে সাহায্যও করে। পরে মেয়েটি রেমণ্ডের ফ্ল্যাটে এলে তাদের ঝগড়া হাতাহাতিতে পৌঁছয় এবং পুলিশ আসে। রেমণ্ডের আহ্বানে ম্যরসো তার হয়ে সাক্ষী দিতে থানাতেও যায়। চারপাশের মানুষজন স্যালমানোকে ঘৃণা করে, রেমণ্ডকে সমালোচনা। কিন্তু ম্যরসোর মনে সেসব কোনো কিছুই ছাপ ফেলে না, কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্পর্কেই সে নিজস্ব মত পোষণ করে না। এমনকি প্রেম সম্পর্কেও নয়। বেশ কিছুদিন ঘনিষ্ঠ থাকার পর মারী যখন সম্পর্কটির একটি পরিণতি আশা করে তখন ম্যরসো জানায় সে বিয়ে করতে অরাজি নয়। কিন্তু তাকে ভালোবাসে কিনা ম্যারীর এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে? ''...it doesn't mean anything...'' (P.44) ভালো না বাসলে সে বিয়েতে রাজী হলো কেন? ম্যরসোর উত্তর, মারী চাইছে তাই। যেমন ভাবে সে তার মায়ের শেষ কাজ সম্পন্ন করতে গেছে, যেমনভাবে সে চাকরিটা বজায় রেখেছে, যেমনভাবে দুই ভিন্ন চরিত্রের প্রতিবেশীকে মেনে নিয়েছে তেমনভাবে, 'বিবাহ'কেও মেনে নেবে। মারীর যৌবনপুষ্পিত দেহটির জন্য শরীরের তাগিদ সে স্বীকার করে কিন্তু এর মধ্যে ভালোবাসার স্থান নেই কোথাও। এই উদাসীনতা আহত করেছে মারীকে কিন্তু জীবনানন্দীয় 'বোধ' তাড়িত মানুষের মতোই ম্যরসো বলতে পারতো, ''আমি তার উপেক্ষার ভাষা/ আমি তার ঘৃণার আক্রোশ/ অবহেলা করে গেছি...।'' ম্যরসোর এই নির্বিকার, অসম্পৃক্ত মনোভঙ্গির মধ্যে কামু'র 'অ্যাবসার্ড' —এর তত্ত্বটি ধীরে

ধীরে রূপ লাভ করে। The myth of Sisyphus -এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''A world that can be explained even with bad reasons is a familiar world. But, on the other hand, in a universe suddenly divested of illusions and lights, man feels an alien, a stranger. His exile is without remedy since he is deprived of the memory of a lost home or the hope of a promised land. This divorce between man and his life, the actor and his setting, is properlyy the feelings of absurdity.''[৪]

হিসাবনবিশ কেরানীর অতিসাধারণ চাকরি করা, আপাতদৃষ্টিতে বিশেষত্ব বর্জিত এই যুবকটি ধীরে ধীরে 'feeling of absurdity" -র দিকে এগোচ্ছিল, তার জীবনের এই ছোট ঘটনাই তা প্রমাণ করে। ছেলেবেলায় সে ছিল জীবনের প্রতি আস্থাবান, অনেক স্বপ্ন ছিল তার মনে, কিন্তু সে সবই একসময় ইন্দ্রধনুর মত দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়, ''When I was a student, I had Plenty of the sort of ambition. But when I had to give up my studies, I soon realized that none of it really mattered." (P-44) অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্বিকার এমন একটি মানুষের পক্ষে সমাজের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে বসবাস করা অসম্ভব । ম্যরসোও তার নিয়তি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় একটি হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে।

ম্যরসোর মতো 'বিবর' -এর নায়কও জোড়ের মুখে আলগা হয়ে যাওয়া একটি মানুষ তবে সে কামু'র, প্রোটোগনিস্ট - এর মতো প্রথম থেকেই নির্বিকার, নিরাসক্ত নয়; বরং আসক্তি এবং নিরাসক্তির মাঝে রয়েছে তীব্র ঘৃণার এক আগ্নেয় বলয়। তার আত্মকথনের ধারাতেই জানা যায় নারী - পুরুষের প্রেম, সন্তান এবং পিতামাতার অন্তর্গত স্নেহ, প্রীতি — সবকিছুর মধ্যেই সে দেখতে পায় এক চূড়ান্ত ভণ্ডামিকে— যা তার ঘৃণাকে জাগিয়ে তোলে এবং এই সম্পর্কগুলির বিষয়ে করে তোলে আস্থাহীন। এই ঘৃণার বাইরে সে নিজেও নয়। তার ভাবনা, ''গুড়ের কৌটায় মাছির মত গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে পুত্রের 'পবিত্র' সম্পর্ক বিষয়ে সে মোহহীন — ''যাঁর একমাত্র দাবী হল তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে মাইরি, কীসের দাবী এবং কে সেই দিব্যি দিয়েছিল, আমি তামা তুলসী নিয়ে হলপ করে বলতে পারি, আমি এর কিছুই জানতাম না।" (পৃ. ৫০)

('আমি এর কিছুই জানতাম না' যেন স্মরণ করিয়ে দেয় মায়ের মৃত্যুতে ম্যরসোর আত্মপক্ষ সমর্থন, ''...it wasn't my fault." অর্থাৎ, জন্ম - মৃত্যুর কোনোটিই রক্তের উত্তরাধিকারের বোধ জাগায় না মানুষ দু'টির মধ্যে। পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য বিষয়টিও তার কাছে সমান অর্থহীন, ''...কোনো সন্দেহ নেই, মা যখন বলছে যে শত হলেও উনি আমার বাপ, এবং এটা কখনো বুঝতে পারি না, উনি জন্মদাতা হয়েছেন বলেই আমার কাছে এইসব দাবিদাওয়াগুলো কেন।" (পৃ. ৫১)

এই যুবকটি জানে তার বাবা তার চাকরির জন্য পিছনের দরজা খোলার বন্দোবস্ত করেছেন। প্রয়োজনে যত নীচে নামতে হয় নেমেছেন, কিন্তু সে সবই 'পিতার কর্তব্য'। সেইজন্য 'পুত্রের প্রতিদান' তাঁরা আশা করেন। না পেয়ে ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধও হন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না, কারণ রোজগেরে ছেলেকে কোনো বাবা - মা'ই চটাতে চায় না। ছোটবোন বিদিশা তার প্রেমিকটির সঙ্গে (এমন প্রেমিক তার আগেও বেশ কিছু ছিল) বাবা - মা'র চোখের সামান্য আড়ালে একতলার ঘরে বসে থাকে গভীর রাত পর্যন্ত হয়তো ঘনিষ্ঠও হয়। কিন্তু অভিভাবকরাও দেখেও দেখেন না। কারণ বিবাহযোগ্য মেয়ে যদি এই ফাঁকে পাত্র জুটিয়ে নিতে পারে, তাহলে আখেরে তাঁদেরই লাভ।

যুবকটির অফিসের 'খোদ কর্তা' থেকে বড়, মেজ, ছোট নানা মাপের অফিসাররা কেউ 'ডিভাইন খচ্চর' কেউবা 'সাবলাইম খচ্চর'। সকলেই ঘুষ খান এবং অপরকে খেতে সুযোগ করে দেন। এই অন্যোন্য নির্ভরতা প্রায় ecological balance-এর মতো ঘুষ দেওয়া - নেওয়ার কাঠামোটিকে বাঁচিয়ে রাখে। ব্যক্তিগত জীবনে এই ঘুষখোর অফিসারদের কেউ নিজের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে প্রথম পক্ষের ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে সন্দেহ আর অশান্তিতে ভোগের আবার কেউবা দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা পেতে ছোটেন রুবি দত্তর কাছে। 'নটোরিয়াস' হাবুল দত্তর স্ত্রী রুবি দত্ত, চলনেবলনে যার বিদ্যুৎ খেলে। অনেক উঁচুমহলের চাবি যার আঁচলে বাঁধা, যাকে স্বয়ং 'কলকাতাশ্বরী'ও বলা যায় — আসলে একটি উচ্চমার্গের অভিজাত বেশ্যা ছাড়া কিছু নয়। যে সব ভদ্রলোকেরা শহরের বিশেষ এলাকার দিকে অন্তত প্রকাশ্যে ভুলেও পা বাড়ান না, তাঁরাই রুবি দত্তকে সামনে দেখলে কীভাবে সম্মান দেখাবেন ভেবে উঠতে পারেন না।

যুবকটির বন্ধুদের কেউ বউকে লুকিয়ে অফিসের স্টেনো টাইপিস্টের উদ্দেশ্যে অভিসার চালায় আবার হীরেনের মতো মহত্ত্ব সন্ধানী' প্রেমিকটির মোহভঙ্গ এবং পলায়ন। বাড়িতে, অফিসে, মদের আড্ডায় এই মানুষগুলির সঙ্গেই ওঠাবসা যুবকটির। সে জানে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বসবাস করে একাধিক মানুষ, একাধিক পরস্পর - বিরোধী ইচ্ছা। যদি খাঁচার দরজা খুলে ইচ্ছাগুলিকে মুক্তি দেওয়া যেত, তবে চারপাশের হেঁটে চলে বেড়ানো মানুষগুলি হিংস্র পশুর মতো পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতে, নখে ছিন্নভিন্ন করবে একে অপরকে। কিন্তু প্রকৃপক্ষে তা হয় না। চিনির রসে জড়ানো বাদামের মতো সভ্যতা সামাজিকতা নামক 'পরাধীনতার সুখ' -এ তারা একে অপরের পাশাপাশি সাজানো থাকে। যুবকটি তাই ভাবে, ''মানুষ স্বাধীনতাকে কি ভীষণ ভয় পায়। বিশেষ করে, ভদ্রলোক হতে গেলে তো কথাই নেই। আমরা যাদের ভদ্রলোক বলি, এই আমিই যেমন। ...আমি আসলে পরাধীনতার মধ্যেই যাহোক একটু খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকার আশ্রয় পেয়েছি। সে হিসেবে স্বাধীনতাকে সবাই আগুনের মতো ভয় করে দেখেছিঝ, যেমন পুড়ে মরার ভয়ে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এড়িয়ে চলে।" (পৃ. ১০) পরাধীনতার বিবরে বাস করেই যুবকটি একটি সময় পর্যন্ত তার পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে চাকরিটিকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে, ঘুষ নিয়েচে। ঘুষের টাকায় আকণ্ঠ মদ্য পান করেছে, প্রেমিকা নীতার একাধিক পুরুষ বন্ধুকে মেনে নিয়েছে এবং নিজেও সুবিধা মতো স্ত্রীলোক পেলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু একদিন পরিপূর্ণ মিলনের পর সে হত্যা করে নীতাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তার সুখের বিবর থেকে।

ম্যরসো হত্যা করেছিল অসম্পূর্ণ অচেনা, নিঃসম্পর্কিত একটি মানুষকে। সেই দিনটির শুরুতেও সে ভাবেনি এমন কিছু ঘটতে চলেছে। রেমণ্ড তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার বন্ধু ম্যাসনের সমুদ্র তীরস্থ কাঠের বাড়িতে সপ্তাহান্তের অবকাশ যাপনের জন্য। ম্যরসো সঙ্গে নেয় মারীকে। এক রৌদ্রোজ্জ্বল রবিবারের সকালবেলায় তারা তিনজন সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে রেমণ্ড জানায় কয়েকজন আরবী তাকে অনুসরণ ইদানিং করছে। যারা তার রক্ষিতার সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্কিত। সৈকতে পৌঁছে মারীর সহচর্যে আনন্দিত সমুদ্র স্নান এবং মধ্যাহ্নভোজের পর ম্যরসো যখন রেমণ্ড এবং ম্যাসনের সঙ্গে পুনরায় বালির উপর হাঁটতে বেরোয় তখন বুঝতে পারে কয়েকজন আরবী তাকে অনুসরণ করছে। তারা মুখোমুখি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেও শেষ পর্যন্ত আক্রমণ বা প্রতি-আক্রমণ কোনোটিই হয় না। সম্ভবত রেমণ্ডের হাতের রিভালবারটি দেখে আরবীরা এগোতে সাহস করে না। তারা তিনজন ফিরে আসে কাঠের কুটিরটিতে। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মহিলাদের মুখোমুখি হওয়ার অনিচ্ছা ম্যরসোকে পুনরায় ঠেলে দেয় রোদের প্রচণ্ড তেজে ঝলসে যাওয়া বালুতটের দিকে। এবারে সে একা এবং তার হাতে রেমণ্ডের রিভালবার। মাথার ওপর সূর্য তখন আগুন ঝরাচ্ছে। রোদের প্রচণ্ড তেজই যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যায় সামনের দিকে। তার মায়ের মৃতদেহ নিয়ে শোকমিছিলেও এমনি দাবদাহ তার স্নায়ুকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিছুদূর গিয়ে একখণ্ড পাথরের আড়ালে সে দেখতে পায় অনুসরণকারী আরবীদের একজনকে। ম্যরসোর হাতের রিভালবার লোকটির দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। তাই সে দূর থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখে। সেই মুহূর্তে বালুতট, সমুদ্র এবং রৌদ্রদগ্ধ আকাশ একাকার হয়ে যায় ম্যরসোর চেতনায়। তার মনে হয় গলিত সীসার স্রোতের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। সারা শরীর বেয়ে নির্গলিত ঘর্মস্রোত তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। মধ্যাহ্নের সূর্য যেন ক্রমশ তার অস্থিতে, মজ্জায় প্রবেশ করে। তার দেহের সমস্ত শক্তি সংহত হয় হাতের রিভালবারটির ট্রিগারে। একসময় মধ্যাহ্নের সাগরতটের সমস্ত নীরবতাকে সচকিত করে ছিটকে বেরিয়ে আসে

গুলি, বিদ্ধ করে সম্মুখস্থ মানুষটিকে। প্রথমবার গুলি বিদ্ধ করার পর মৃতদেহটিকে লক্ষ্য করে রিভালবারের আরও চারটি গুলি উজাড় করে দেয় ম্যরসো এবং তার দেহের মধ্যে জমাট বাঁধা উত্তাপ যেন এরই মাধ্যমে নির্গলিত হয়ে যায়। একই সঙ্গে সে অনুভব করে ''I realixed that I'd destroyed the balance of the day and the perfect silence of this beach where I'd been happy... and it was like giving four sharp knocks at the door of unhapiness.'' (P.60) এও একরকম পরাধীনতার এবং সুখের বিবর থেকে বেরিয়ে আসা।

উপন্যাসের প্রথম অংশের সমাপ্তি এখানেই। দ্বিতীয় অংশের সম্পূর্ণটি জুড়ে খুনী ম্যরসোর বিচার চলে। তদন্তে প্রকাশ পায় মায়ের শেষকৃত্যের পরদিন সে সাঁতার কাটতে গেছে, হাসির ফিল্ম দেখেছে এবং মারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সেই সমস্ত ঘটনা এবং এই হত্যার মধ্যে সহজেই যোগসূত্র খুঁজে বের করেন উকিলরা। এবং এও ধরে নেন যে রেমণ্ডের অসামাজিক কাজকর্মের সে সঙ্গী এবং সেইজন্যই সমুদ্রতটে ওই আরবীকে হত্যা করেছে। পাবলিক প্রসিকিউটার জুরিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ''Not only did this man indulge in the most shameful debauchery on the day after his mother's death, but he needlessly killed a man in order to resolve an intrigue of unconscionable immorality. (P. 92) ম্যরসোকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সে হত্যার মতো এমন একটি ভয়ঙ্কর কাজ করেছে। সে তার উকিলের শেখানো বুলি কিছুই বলে না, শুধু বলে, ...it was because of the sun. (p. 99) এই উত্তরে বিচারকক্ষে উপস্থিত কেউ কেউ হেসে ওঠে, কেউবা বিস্ময় ও অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকায়। কিন্তু তারা কেউ বুঝতে পারে না বিচারাধীন এই বন্দীর কথাগুলি এমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে কারণ কথাগুলি সে বলছে এক অকৃত্রিম সততা থেকে, সমাজ অনুমোদিত গ্রহণযোগ্যতার ছাঁচে ঢালাই করে নয়। সে স্বাদ পেয়েছে এক অভূতপূর্ব স্বাধীনতার যা আর পাঁচটা মানুষের বোধের অগম্য। এই স্বাধীনতাকেই কামু বলেছেন, এবং মানুষ যখন সেখানে পৌঁছায় তখন, ''He feeld innocent. To tell the truth, that is all he feels-his irreparable innocence. This is what allows him everything.''[৫]

ম্যরসো তার কারাবাসে প্রথম দিনগুলিতে ধূমপানের অভাবে ছটফট করতো, মারীর আসঙ্গ কামনাও পীড়িত করতো তাকে কিন্তু ক্রমশ সে নিজেকে ছাপিয়ে যায়, আসক্তির বন্ধনগুলিকে ছিন্ন করে একে একে। নিজের মন হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার অধীন। কখনো সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে জেলের ক্ষুদ্র ঘরটির খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে আবার কখনো বা নিজেকে ঢেলে দেয় সতেরো আঠারো ঘন্টার নির্বিকল্প ঘুমে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেমন সে কখনো বানিয়ে কথা বলে না তেমনি অস্বীকার করে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা। যে ম্যাজিস্ট্রেট জেলে তাকে প্রশ্ন করতে আসেন তাঁর মুখের উপর যখন ঘোষণা করে যে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তখন তিনি বিড়ম্বিত বোধ করেন। কিন্তু ম্যরসো নির্বিকার। সেই নির্বিকারত্ব এতটুকু টোল খায় না যখন কোর্ট তাকে তার দণ্ডাদেশ শোনায়। বলা হয় যে, সে শুধুমাত্র হত্যাকারী নয়, সমাজে গৃহীত হওয়ার নূন্যতম শর্তও সে পালন করেনি। তার হৃদয় বলে কিছু নেই, তার আত্মা মৃত। মনুষ্য দেহধারী দানব ছাড়া সে কিছু নয়। অতএব মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি হতে পারে। কোর্ট নির্দেশ দেয় প্রকাশ্যে, জনতার সামনে তার শিরচ্ছেদ করা হবে — একটি হত্যার প্রতিবিধান সমাজ অনুমোদিত আর একটি হত্যা।

ম্যরসো শান্তভাবে এই নির্দেশ মেনে নেয়, কেননা সে জানে পার্থিব জীবনের সমাপ্তি মৃত্যুতেই — কোথায়, কখন, কীভাবে সে প্রশ্ন অবান্তর। সে তার মায়ের কথা ভাবে। মনে পড়ে, বৃদ্ধাবাসের দিনগুলিতে আর একটি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর, এ যেন বিবর্ণ বৃক্ষের শাখায় নতুন কিশলয়ের আভাস। মা তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে নতুন বাঁচার স্বাদ পেয়েছিলেন, তবে কিসের জন্য শোক! মারীর কথাও তার মনে হয়, কিন্তু সেই স্মৃতি আর পীড়িত করে না। হয়তো মারী আর কোনো ম্যরসোর কণ্ঠলগ্না হয়েছে, কিংবা হয়তো সে মৃত। কিছুতেই কিছু এসে যায় না। ম্যরসো যখন জীবিত মানুষদের মধ্যে ছিল এবং যখন সে প্রতীক্ষা করেছে মৃত্যুর জন্য — দুই'ই তার কাছে সমান, সমান absurd, ''from the depth of my future, throughout the whole of this absurd life I'd been leading, I'd feel a vague breath drifting towards me across all the years that were still to come, and on its way this breath had even out of everything that was then proposed to me in the equally unreal years I was living through.'' (p.155) আরবী ব্যক্তিটিকে হত্যা করার সময় সে ভেবেছিল এবার সে দুঃখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু দুঃখকে সে অতিক্রম করে। কিংবা বলা যায় এই সমাজ ও তার মানুষেরা দুঃখ এবং শোকের মাঝে যে ভেদ রেখাটি টানে তারও কোনো অর্থ নেই তার কাছে। তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর জন্য, মৃত্যুর মুহূর্তে সমবেত জনতার ঘৃণার ধিক্কার শোনার জন্য সে অনুদ্বিগ্ন মনে প্রতীক্ষা করে।

'বিবর' -এর নায়কও তার প্রেমিকা নীতাকে হত্যা করেছে মুহূর্তের তাৎক্ষণিক আবেগে। এমনকি মৃতদেহ ফাঁকা ফ্ল্যাটে বন্ধ করে সমস্ত প্রমাণ যথাসম্ভব মুছে ফেলে বেরিয়ে আসার পরও মধ্যে মধ্যে তার মনে সংশয় জেগেছে এমন কোনো ঘটনা আদৌ ঘটেছে কি না। কিন্তু সেই খুনের ইচ্ছা তার মনের মধ্যে এর আগেও অনেকবার জেগেছে। যদিও তার বিবরবাসী, পরাধীনতার সুখে অভ্যস্ত সত্তা তাকে এ কাজ করতে দেয়নি।

নীতাকে খুন করে বেরিয়ে এসে মধ্যরাত্রে পানশালায় গিয়ে মদ্যপান করে সে এবং বাড়ি ফিরে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ব্যবহারের চেষ্টা করে। পরদিন সকালে যথারীতি অফিসে যায় এবং সেখানে একাদিক্রমে দু'টি ঘটনার মুখোমুখি হয়। প্রথমটি তার কাজ সংক্রান্ত। হরলাল ভট্টাচার্য নামে জনৈক ব্যক্তির নামে সরকারী টাকা তছরুপের অভিযোগে সে একটি রিপোর্ট দিয়েছিল, অফিসের বড়কর্তাদেরও অনুমোদন ছিল তাতে। কিন্তু ব্যক্তিটি যে গভীর জলের মাছ সে কথা কারোরই জানা ছিল না। হঠাৎ ওপরমহল থেকে চাপ এসেছে রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় ঘটনাটি, গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার তার কাছে আসে নীতার হত্যার বিষয়ে প্রশ্ন করতে। এ - ব্যাপারে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে সে উত্তর দেয়। কিন্তু মনের গভীরে সে উপলব্ধি করে এই সত্য যে নীতা বাস্তবিকই আর নেই। এও অনুভব করে নিজের সমস্ত লাম্পট্য এবং নীতার ব্যভিচার সত্ত্বেও সে এই নারীকে ভালবাসত। ''...ও মরে যাবার সময়ও ওর নিশ্বাসের গন্ধটা আমার মনে পড়েছে, আর ওর নিশ্বাসের গন্ধের জন্য আমার বুক অবধি ফাটল- ধরা মাঠের মত হাঁ করে থাকত, সেই নীতাকে আমি মেরে ফেলেছি।'' (পৃ. ৯১)

যুবকটির অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে একটি পরিবর্তন দানা বাঁধে। অফিসের বড়কর্তাদের সে জানিয়ে দেয় হরলাল ভট্টাচার্যের রিপোর্ট সে প্রত্যাহার করবে না, কেননা সেখানে যা লেখা আছে সবই সত্যি কথা। ঘুষও আর সে নেবে না কখনো। ওপরওয়ালার নরম গরম আদেশ - উপদেশ সবই সে উপেক্ষা করে, এমনকি 'কলকাতাশ্বরী' রুবি দত্ত নিজে তার বাড়িতে এসে ঘনিষ্ট ভঙ্গি তে অনুরোধ করলেও তা সে ফিরিয়ে দেয় নির্বিকার ঔদাসীন্য। কেননা, তার আর কিছু হারাবার নেই। নীতাকে হত্যা করার সাথে সাথে নিজের সাধের চাকরিকেও সে হত্যা করেছে, ''সত্যি বলতে কি, নীতাকে গতরাত্রে মেরে ফেলবার আগে, মনে মনে অনেকবারই মেরে ফেলেছি এই চাকরিটাকে যাকে আমার ছেনাল বলে মনে হয়েছে...।'' (পৃ. ৯৬) মধ্যবিত্তের সামাজিক কাঠামোয় একটি ভালো চাকরি পাওয়া প্রায় ঈশ্বরের পাওয়ার সমগোত্রীয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যুবকটির এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠান - বিরোধী। কামু যাকে বসেছেন, 'rebel' , বিদ্রোহ, এবং তারই মধ্য দিয়ে ঘটে এক আত্মবোধের জাগরণ। ''An awakening of conscience, no matter how confused it may be, develops from any act of rebellion and is represented by the sudden realization that something exists which the rebel can identify him - Self - even if only for a movement.''[৬]

যুবকটির এই সিদ্ধান্ত তার পারিপার্শ্বিক জগতে আলোড়ন তোলে। বাড়ি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় তার আর সেখানে স্থান পাবে না। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাকে ঘিরে মেছোহাটার কলরব জুড়ে দেয়। কিন্তু কোনো কিছুতেই সে আর আগ্রহ বোধ করে না। কেননা এক বিবর থেকে মুক্তি লাভ করে অন্য এক বিবরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া তার কাঙ্ক্ষিত নয়। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারটি ছায়ার মতো তাকে সর্বত্র অনুসরণ করে। যেন তারই অন্য এক সত্তা, তার বিভক্ত চৈতন্যে যার জন্ম। যার ছোট ছোট প্রশ্নগুলি যুবকটির ভিতরে অন্য একটি মানুষকে জাগিয়ে তোলে। একদিন সে ফিরে যায় নীতার শূন্য ফ্ল্যাটে যেখানে তাকে সে হত্যা করেছিল, গোয়েন্দা অফিসারটি তাকে পথ দেখায়। শূন্য ঘরে আবার সে নতুনভাবে অনুভব করে বিদেহী নীতাকে, নীতার স্পর্শ এবং তার মুখের গান যেন তাকে ঘিরে রাখে। ''আমার কানে উশ্রী -প্রপাতের শব্দটা বাজল, রোদ ঝলকানো নীল জলের ঢল আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আর তখনই নীতার সেই গান, যেটা ওর খুব প্রিয় ছিল, বাংলা করলে যার মানে 'ক্যাকটাসের বুকে ইতিমধ্যে রোদ পড়েছে'। আমার মনে পড়ল, যেন শুনতে পেলাম, ও গুনগুন করছে। (পৃ. ১১১) একদিন ঘৃণায়, ক্রোধে সে হত্যা করেছিল নীতাকে, আর একদিন গভীর ও শুদ্ধতর ভালোবাসায় ফিরে যায় সেই নীতারই কাছে।

The Outsider -এর ম্যরসো এবং বিবরের নায়কের জীবনের যাত্রাপথ দু'টি ভিন্ন। ম্যরসোর দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ঘাত - প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কোনো হয়ে ওঠা নেই। একেবারে শুরু থেকেই তার সত্তার অন্তর্গত বিবিক্তি নিশ্বাস - প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। সহ মানুষদের সঙ্গে কোনো মানসিক আদনপ্রদান বা সেতুবন্ধন তার পক্ষে অসম্ভব — এই সত্য তার কাছে হাওয়া বাতাসের মতোই সহজ। তেমনই সহজভাবে সে গ্রহণ করেছে মৃত্যুদণ্ডাদেশকেও। ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে তার এই নিরঞ্জন সত্তাটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সিসিফাসের মিথের পুনর্নির্মাণ। (The myth of Sisyphus) কামু সিসিফাসের মধ্য দেখেছিলেন 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীকে'। ম্যরসো যে তার দোসর। উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে কামু তাই বলেন ''I tried to make my character represent the only Christ that we deserve...'' (P. 18)

অন্যদিকে বিবরের নায়ক সংশয় এবং দ্বিধার কন্টকাকীর্ণ পথ ধরে এগোয় উত্তরণের দিকে। সে জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত বলেই ভণ্ডামিকে ঘৃণা করে, আপোসকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রেমে সে আস্থাহীন নয় বলেই হত্যা করে নীতাকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও যাতে সৎ ও শুদ্ধ আত্মায় নীতারই কাছে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু একটি জায়গায় এই চরিত্র দু'টি মেলে পরস্পরের সঙ্গে — তা হল অকপট সত্যভাষণ। প্রকৃতপক্ষে, হত্যার ঘটনাটির পর থেকে তাদের দু'জনের কেউই আর একটিও মিথ্যা বলে না। মানুষের ব্যক্তিত্বের বহির্মুখী যে দিকটা নিরন্তর পারিপার্শ্বের মোকাবিলা করে, যাকে ক্রমাগত সমঝোতা চালিয়ে যেতে হয়, সত্তার সেই দিকটাকেও একই সঙ্গে হত্যা করে তারা। শেষ হয়ে যায় মুখ ও মুখোশ, person-র দ্বন্দ্ব। আর সেখান থেকেই সমস্যার শুরু।

সমরেশ বসুর উপন্যাসের উৎসর্গপত্রে আমরা একটি পংক্তি দেখতে পাই, ''আচ্ছা, আমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে পারতাম...।'' আর কামু তার উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানান, ''Maursault doesn't play the game, The answer is simple : he refuses to lie.'' (p. 117) যে জগতে আমরা বাস করি সেখানে absolute truth বা বিশুদ্ধ সত্য বলে কিছু নেই। সমষ্টি ও ব্যক্তির স্বার্থ অনুসারে সত্যকে সযত্নে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু সমরেশ বসু এবং কামু'র প্রোটাগনিস্টদের অলৌকিক এই সত্য ভাষণে সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্র ভীত হয়ে ওঠে। এ যেন এক বিদ্রোহ বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপ এবং নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা বোধ। কিন্তু প্রান্তিক মানুষের রাষ্ট্রের শাসন এবং সমাজ নির্ধারিত ঔচিত্যবোধকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে যে বিদ্রোহ তা কোনো দেশ এবং কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। লক্ষণীয় দু'টি উপন্যাসের নায়কই নামহীন (মারসো পদবি নাম নয়)। নামহীনতাই যেন অস্বীকার করে তাদের সামাজীক পরিচয়কে। তাদের একমাত্র পরিচয় — তারা নির্বাসিত, তারা বিদ্রোহী।

তথ্যসূত্র

১। 'Autobiographical Introduction': Religion and the Rebel - Colin Wilson, p. 10

২। 'আদাব থেকে বিবর' দেবেশ রায়, 'পরিচয়' সমালোচনা সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৩

৩। 'বিবরের আলো', উপন্যাসের বর্ণমালা— সুমিতা চক্রবর্তী, পৃ. ১০৮, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ ন১৯৯৮

৪। 'Absurdity and Suicice : An Absurd Reasoning', The Myth of Sisyphus albert Camus, P. 13, Penguin Book 1975

৫। @absurd freedom : An Absurd Reasoning', The Myth of sisyphus Albert Camus, p. 53, Penguin Books, 1975

৬। The Rebel - Albert Camus, p.20, Penguin Books, 1971